প্রথম আলো

তারিখ 2.3. FEB. 2014 ......
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ .....

খুলনা আযম খান
সরকারি কমার্স কলেজ

# আ.লীগ নেতাদের দ্বন্দ্ব ছাত্রলীগে সংঘর্ষ, আহত ২০

**শরিফুল হাসান ও**
**সুমন্ত চক্রবর্তী, খুলনা থেকে ●**

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে খুলনার আযম খান সরকারি কমার্স কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। কলেজের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষ আধুনিক ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পরস্পরের ওপর হামলা চালায়। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছে দুই পক্ষ। ছাত্রলীগের মহানগর কমিটির সভাপতি দেবদুলাল বাড়ৈ ওরফে বাপ্পী ও সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহজালাল হোসেন ওরফে সুজন এবং তাঁদের নেতা-কর্মীরা সংঘর্ষের জন্য বহিরাগতদের দায়ী করেছেন।

আর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সদস্য আসাদুজ্জামান রাসেল ও ছাত্রলীগের মহানগরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস এম হোসেনুজ্জামান সংঘর্ষের জন্য দেবদুলাল ও শাহজালালকে দায়ী করেছেন।

তবে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মূলত খুলনার আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতাদের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## আ.লীগ নেতাদের দ্বন্দ্ব ছাত্রলীগে সংঘর্ষ, আহত ২০

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই ছাত্রলীগের এই সংঘাত। ছাত্রলীগের মেয়াদহীন কমিটি ও কলেজে মাদক ব্যবসাও এই সংঘর্ষের নেপথ্যের একটি কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

দলীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক একটি পক্ষকে এবং মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ মিজানুর রহমান আরেকটি পক্ষকে সমর্থন দিচ্ছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা জানান, একুশে ফেব্রুয়ারির রাতে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার সময় দেবদুলাল ও শাহজালাল এবং তাঁদের কর্মীরা স্লোগান দিচ্ছিলেন। এ সময় আসাদ ও হোসেনের কর্মীরা পাল্টা স্লোগান দিচ্ছিলেন। এ নিয়ে দুই পক্ষে হাতাহাতি হয় এবং হোসেন, নগর কমিটির সহসভাপতি গোপাল সাহা, আহাদুজ্জামান ও সাংগঠনিক সম্পাদক দেবাশীষ রায় লাঞ্ছিত হন। মহানগর ও জেলার নেতারা পরিস্থিতি শান্ত করেন।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা জানান, তালুকদার আবদুল খালেক এবং মিজানুর রহমানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছে। আযম খান সরকারি কলেজ অনেক দিন ধরে তালুকদার আবদুল খালেকের নিয়ন্ত্রণে। মিজানুর রহমান সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর কর্মীরাও কলেজে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন।

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর গতকাল মিছিল শেষে ক্যাম্পাসে সমাবেশ করছিলেন কমার্স কলেজ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। দেবদুলাল ও শাহজালাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১টার দিকে আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকেন ছাত্রলীগের অন্য পক্ষের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে কয়েক শ বহিরাগত এবং তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। এ সময় দুই পক্ষে উত্তেজক স্লোগান, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, পরে সংঘর্ষ শুরু হয়।

সংঘর্ষে আহত একজনকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে ● প্রথম আলো

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হাতে রামদা, লাঠি, রড ও দেশীয় তৈরি পাইপগান ছিল। খবর পেয়ে ক্যাম্পাসে পুলিশ গেলেও তাদের সামনেই সংঘর্ষ চলতে থাকে।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, আসাদুজ্জামান ও হোসেনের সঙ্গে আসা বেশির ভাগই বহিরাগত ছিল। ফলে কলেজ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীরাও তাদের ধাওয়া করলে তারা পিছু হটতে থাকে। প্রতিপক্ষের লোকজন তাদের খুঁজে খুঁজে পেটাতে থাকে। তাদের লাঠি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আসাদুজ্জামান, নগর কমিটির নেতা সালাউদ্দিন, জয়দেব, শাকিল, শাফিন, রবিউল, রায়হানসহ ১৫ নেতা-কর্মী আহত হন। অনেকের মাথা ফেটে গেছে। অনেকের হাত-পা ভেঙেছে। আহতদের সবাইকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন সাংসদ মিজানুর রহমান। সংঘর্ষে সামান্য আহত কমার্স কলেজ ছাত্রলীগের পাঁচ কর্মীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

সংঘর্ষের পরপরই দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। সংবাদ সম্মেলনে মহানগর ছাত্রলীগের সহসভাপতি সুজন হাওলাদার লিখিত বক্তব্যে বলেন, শহরের বাসস্ট্যান্ড ও রেলস্টেশনের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র অবস্থায় কলেজে প্রবেশ করে হামলা চালায়। মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি দেবদুলাল বাড়ৈও *প্রথম আলোর* কাছে একই অভিযোগ করেন।

বেলা আড়াইটার দিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন ছাত্রলীগের অন্য পক্ষের নেতা-কর্মীরা। লিখিত বক্তব্যে নগর ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক হোসেনুজ্জামান হোসেন বলেন, নগর ছাত্রলীগের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক খুলনার কলেজগুলোকে মাদকের আখড়ায় পরিণত করেছে। তারা ইচ্ছেমতো কমিটি গঠন করেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি তারা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল। তাদের নির্দেশে কমার্স কলেজে ছাত্রলীগের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে বন্দুক, পিস্তল, চাপাতি, দা ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালানো হয়েছিল।

ছাত্রলীগের এই সংঘর্ষের বিষয়ে জানতে চাইলে মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক বলেন, 'আমি কোনো কোন্দলের রাজনীতি করি না। আমার কোনো পক্ষ নেই।'

জানতে চাইলে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকুমার বিশ্বাস *প্রথম আলোকে* বলেন, মূলত মিছিল করাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে প্রথমে হাতাহাতি ও পরে সংঘর্ষ হয়।